গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

প্রকাশকালঃ-২০২৩-২৪ অর্থবছর

পোস্টমাস্টার জেনারেল এর কার্যালয়, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা-৯০০০।

www.pmgkhulna.bdpost.gov.bd

CamScanner

উপদেষ্টা	জনাব মোঃ শামসুল আলম পোস্টমাস্টার জেনারেল দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা -৯০০০।
প্রচ্ছদ	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান অতিরিক্ত পোস্টমাস্টার জেনারেল দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা-৯০০০।
পরিকল্পনা , নির্দেশনা ও সম্পাদনা	আই, সিটি সেল পিএমজি অফিস, খুলনা ।

CS CamScanner

১.উপক্রমণিকা

পিএমজি অফিস বাংলাদেশ ডাক পরিষেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক অধিদপ্তরের একটি অধিনস্থ অফিস। এটি একটি সেবাধর্মী সরকারি প্রতিষ্ঠান। পিএমজি অফিস খুলনা,যশোর, কুষ্টিয়া , ফরিদপুর, বরিশাল,পটুয়াখালী,আর এম এস ই-বিভাগ ও খুলনাজিপিও সহ দক্ষিণা বঙ্গের সকল জেলার সুবিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান বহুমুখী মৌলিক ডাক সেবা এবং আর্থিক ও তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদানের জন্য নিবেদিত। পোস্টমাস্টার জেনারেল এর কার্যালয় প্রায়- ৫৯ বছরের ঐতিহ্য ধারণ করে এগিয়ে চলছে। দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের জন্য এটি একটি সরকারি ডাক সেবা প্রদানকারী সংস্থা । শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের জনগণের জন্য দ্রুততম সময়ে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী ডাক সেবা নিশ্চিতকরণে অত্র সার্কেল অঙ্গীকারাবদ্ধ । বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর মতো উপমহাদেশে এবং এদেশে ও ডাক বিভাগে লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া । ডাক বিভাগের সেবা পৌঁছে গেছে শহরের সীমা ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ।

পিএমজি অফিস, খুলনার নেটওয়ার্ক সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল বিস্তৃত । সুবিস্তৃত এ নেটওয়ার্কের কারণে পিএমজি অফিস খুলনার অধীনস্ত অফিসগুলি জনগণের খুব কাছাকাছি। তাই ডাক সেবার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যাক্রম পরিচালনা করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে ডাক বিভাগের মাধ্যমে । ডাক বিভাগের ন্যায় অন্য কোন সরকারি সংস্থার এরুপ দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক নেই । এছাড়া সেবা প্রদানের জন্য পোস্টমাস্টার জেনারেলের কার্যালয়ে এবং তার অধিনস্থ সকল অফিসে প্রশিক্ষিত বিশাল জনবল রয়েছে ।

ডাক বিভাগ জনসাধারণকে মূলত দুই ধরণের সার্ভিস প্রদান করে থাকে –

ক) মূল সার্ভিস এবং খ) এজেন্সি সার্ভিস।

ক) মূল সার্ভিস এর মধ্যে রয়েছে সাধারণ চিঠিপত্র, রেজিস্টার্ড চিঠিপত্র, জি ই পি , ই,এম ,এস, মনিঅর্ডার, পার্সেল সার্ভিস, ভিপিপিও, ভিপিএল, ডাক টিকেট বিক্রয় , ডাকদ্রব্য গ্রহণ , প্রেরণ ও বিলি , ইলোক্ট্রনিক মানি অর্ডার, ক্যাশ কার্ড, স্পিড পোস্ট ইত্যাদি।

খ) এজেন্সি সার্ভিস সমূহের মধ্যে রয়েছে -ডাক জীবন বীমা, সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয় পত্র বিক্রয় ও ভাঙ্গানো, প্রাইজবন্ড এবং পোস্টাল অর্ডার বিক্রয় ও ভাঙ্গানো, সরকারের সকল প্রকার নন- পোস্টাল টিকেট মুদ্রণ ও বিতরণ ।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম মূল ভিত্তি দেশের বিভিন্ন সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রুপান্তর করা । জনসাধারণের কাছে নূন্যতম ব্যয়ে নিয়মিত ও দ্রুততার সাথে যাতে ডাক সেবা প্রদান করা যায় তার জন্য পোস্টমাস্টার জেনারেল মহোদয় ও অতিঃপিএমজি মহোদয় সহ সকল কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন ।

CamScanner

বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব ও আন্তরিক দিক নির্দেশনার ফলে এবং দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা সার্কেলের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার "ডিজিটাল বাংলাদেশ" ও স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের প্রয়াসে সরকারের অন্যান্য অনেক সংস্থার মতো ডাক বিভাগ ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ডাক বিভাগ তার সেবাদান প্রক্রিয়াকে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর করার মাধ্যমে জনগণকে সেবাদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর।

রুপকল্পঃ

সাশ্রয়ী, সর্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য ডাক সেবা।

অভিলক্ষ্যঃ

দক্ষিণাঞ্চল, খুলনার উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের ডাক সেবা নিশ্চিতকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমুহঃ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন।
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
- কর্মপরিবেশ উন্নয়ন।
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

কার্যাবলিঃ

* ডাক সেবা প্রদান।
* ডাকঘরের মাধ্যমে সঞ্চয় সেবা প্রদান।
* ডাকঘরের মাধ্যমে জীবন বীমা সেবা প্রদান।
* বিভিন্ন সংস্থা / সংগঠনের সাথে ডাক সংক্রান্ত বিষয়ে লিয়াজো চুক্তি সম্পাদন ও প্রটোকল রক্ষা।

CamScanner

২. পিএমজি অফিস, খুলনার আইনী কাঠামোঃ

পিএমজি অফিস , খুলনার আর্থিক সেবা সমূহ যে কয়েকটি আইন দ্বারা পরিচালিত হয় , সেসব হল -১৯৯৮ সালের ডাকঘর আইন (২০১০ সালে সংশোধিত) , ১৮৭৩ সালের সরকারী সঞ্চয় ব্যাংক আইন এবং ১৯৪৪ এর জাতীয় ডাকঘর সঞ্চয়পত্র অধ্যাদেশ।

ডাক সেবা, পোস্টাল অর্ডার এবং মানি অর্ডার সেবা সংক্রান্ত আইনগুলো ১৮৯৮ এর ডাকঘর আইনে উল্লেখ করা আছে। আইনটিতে বর্ণিত আছে " ডাকঘরের মানি অর্ডার পরিচালনা করার এবং এটি পরিচালনা করার জন্য বিধিমালা গঠন করার ক্ষমতা ডাক অধিপ্তরের আছে। মানি অর্ডার প্রেরণ করার জন্য টাকার পরিমান নির্ধারণ , মানি অর্ডার চালু থাকার সময়কাল নির্ধারণ ,মানি অর্ডার পাঠাতে সেবার মূল্য নির্ধারণ , ঐসব বিধিমালার অন্তর্গত। ডাক অধিপ্তর কর্তৃক প্রনীত আইন এ অফিস বাস্তবায়ন করে থাকে

আবার , সরকারী সঞ্চয়ী ব্যাংক আইন ১৮৭৩ ও ডাকঘর জাতীয় সঞ্চয়পত্র অধ্যাদেশ আইন দুটিতে সঞ্চয় ব্যাংক এবং সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত কিছু বিধান বর্ণনা করা আছে। ডাকঘর আইনে সংশোধনের ফলে [যা এখন ডাকঘর (সংশোধিত) আইন ২০১০ হিসেবে পরিচিত] বাংলাদেশ ডাক নতুন মূল্য সংযোজিত সেবা সহ অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছে। বিশেষ করে সংশোধিত আইনের (৪) এর (ক) অনুচ্ছেদটির কারণে " জনগণকে সেবা প্রদানের কথা বিবেচনা করে রুপান্তর, বিন্যাস বা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও অর্থ প্রেরণ সুবিধা , ব্যাংকিং এবং নিজে অথবা অন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জীবন বীমা সেবা প্রদান করতে পারবে"। তবে , নতুন আর্থিক সেবা সমূহ; যেমনঃ মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড এবং মোবাইল ব্যাংকিং সেবাগুলোর আবেক্ষণমূলক নির্দেশনা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদান করে থাকে।

ডাক বিভাগের জন্য প্রনীত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জাজ এ সার্কেল করে থাকে ।

CamScanner

৩.দক্ষিণাঞ্চল, খুলনার প্রশাসনিক কাঠামোঃ-

পিএমজি অফিস ,খুলনার সর্বোচ্চ পদ পোস্টমাস্টার জেনারেল। সার্ভিস পরিচালনা করার জন্য আইন কানুন সহ বিভিন্ন বাধা সমূহ দূর করার জন্য পোসটমাস্টার জেনারেল মহোদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ডাক যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষার জন্য পোস্টমাস্টার জেনারেল মহোদয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং যে সকল ক্ষেত্রে ডাক অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন সেক্ষেত্রে তা ডাক অধিদপ্তরে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠাতে পারেন । দক্ষিণাঞ্চল সার্কেলে- ১ জন অতিঃপোস্টমাস্টার জেনারেল, ২জন ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, ৪ জন সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল, ১জন সহঃপ্রকৌশলী ,১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উর্দ্ধন হিসাবরক্ষক বিভিন্ন শাখার কাজের জন্য পোস্টমাস্টার জেনারেল মহোদয়কে সহায়তা করেন।

পিএমজি অফিস, খুলনায় ৭টি বিভাগীয় অফিস, ১টি জিপিও, ১টিপোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার ও ১টি পোস্টাল ডিসপেনসারী রয়েছে। পিএমজি অফিস, খুলনার আওতায় ৬টি পোস্টাল বিভাগীয় অফিস,১টি জিপিও ও ১টি আর এম এস ই-বিভাগ রয়েছে যার দায়িত্বে রয়েছেন একজন ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল । এছাড়া ৬টি এ গ্রেড পোস্ট অফিস , ২২টি বি-গ্রেড পোস্ট অফিস , ১০২টি উপজেলা পোস্ট অফিস, ২০৪টি সাব পোস্ট অফিস, ৯৯টি ইডিএসও, ১২টি নৈশ পোস্ট অফিস, ০২ বিভাগীয় শাখা পোস্ট অফিস ও ২৩৯২ অবিভাগীয় শাখা পোস্ট অফিস রয়েছে।

পিএমজি অফিস, খুলনার আওতাধীন অফিস সমূহে বিভিন্ন ধরণের পোস্টঅফিসের মাধ্যমে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ডাক সেবা প্রদান করে থাকেন । সেগুলো হলো ১) জেনারেল পোস্ট অফিস (খুলনা জিপিও) শহর অঞ্চলে, ২) প্রধান ডাকঘর প্রতিটি শহর এলাকায়, ৩) উপজেলা পোস্ট অফিস, ৪)বিভাগীয় শাখা পোস্ট অফিস গ্রামীণ এলাকায় ৫)অবিভাগীয় শাখা পোস্ট অফিস গ্রামীণ এলাকায় । প্রধান ডাকঘর হলো তার আওতাভূক্ত সকল উপ-ডাকঘর, শাখা ডাকঘর সমূহের হিসাব অফিস। গ্রামীণ ডাকঘর এর মধ্যে অবিভাগীয় উপ-ডাকঘর ও অবিভাগীয় শাখা ডাকঘরগুলো নির্দিষ্ট ভাতার মাধ্যমে নিযুক্ত জনবল দ্বারা পরিচালনা করা হয়। তারা নিয়মিত কর্মচারি নয় । একজন অধ্যক্ষের নেতৃত্বে খুলনা পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার পরিচালিত হয়ে আসছে ও কয়েকজন প্রশিক্ষক উক্ত ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষকে সহায়তা করে থাকেন ।

CamScanner

পোস্টমাস্টার জেনারেল কার্যালয়,দক্ষিণাঞ্চল,খুলনা।

জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো।

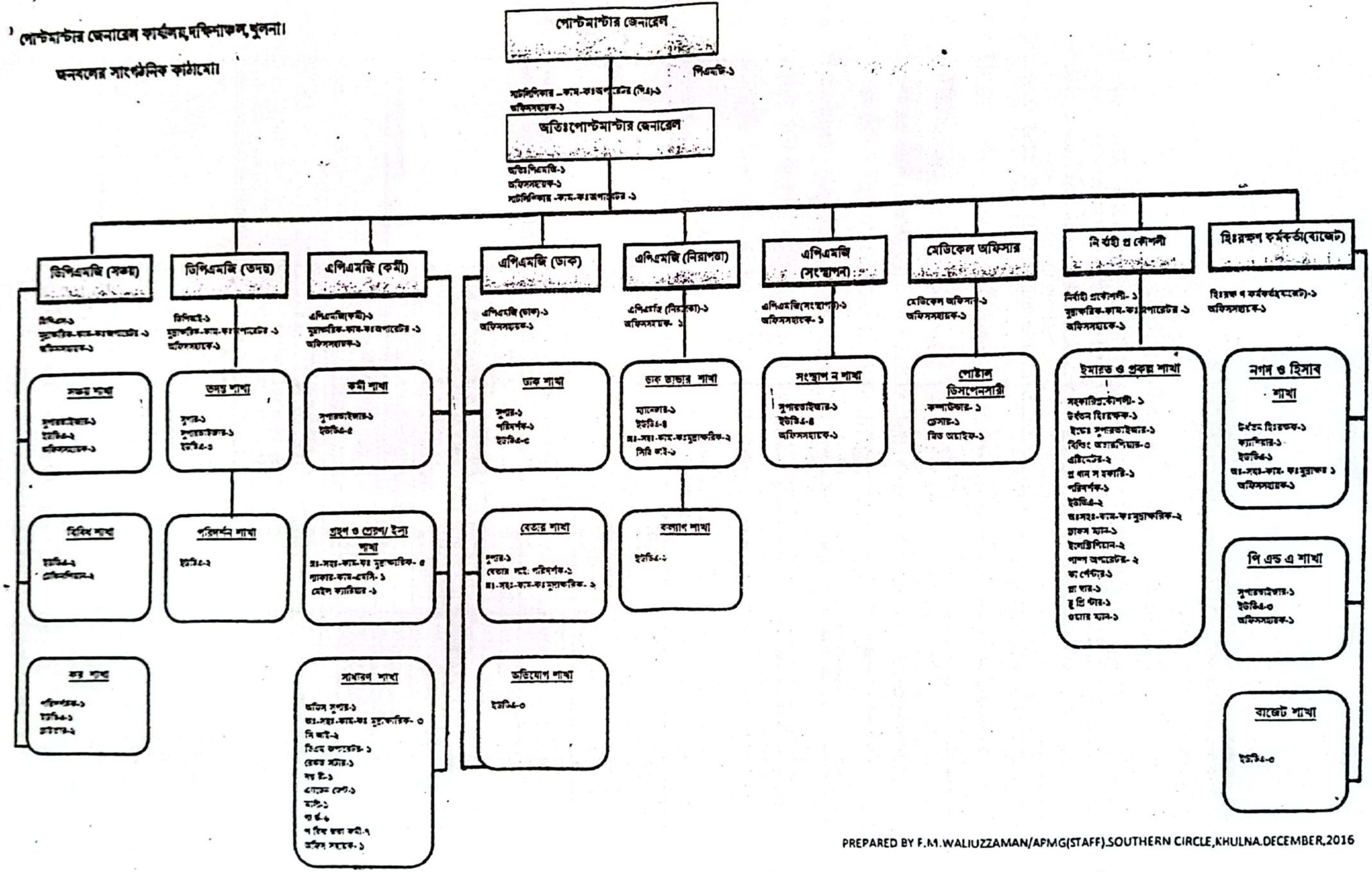

PREPARED BY F.M.WALIUZZAMAN/APMG(STAFF).SOUTHERN CIRCLE,KHULNA.DECEMBER,2016

৩.২ দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা সার্কেলের প্রশাসনিক অফিস সমুহের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরুপঃ-

ক্রঃনং	দপ্তরের নাম	অফিস প্রধানের পদবী	সংখ্যা	সদরদপ্তর
১	পিএমজি অফিস	পোস্টমাস্টার জেনারেল	১	পিএমজি অফিস
২	খুলনা বিভাগ	ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল	১	খুলনা বিভাগীয় অফিস
৩	যশোর বিভাগ	ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল	১	যশোর বিভাগীয় অফিস
৪	কুষ্টিয়া বিভাগ	ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল	১	কুষ্টিয়া বিভাগীয় অফিস
৫	ফরিদপুর বিভাগ	ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল	১	ফরিদপুর বিভাগীয় অফিস
৬	বরিশাল বিভাগ	ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল	১	বরিশাল বিভাগীয় অফিস
৭	পটুয়াখালী বিভাগ	ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল	১	পটুয়াখালী বিভাগীয় অফিস
৮	আর এম এস ই বিভাগ	ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল	১	আরএমএস ই বিভাগীয় অফিস
৯	খুলনা জিপিও	সিনিয়র পোস্টমাস্টার	১	খুলনা জিপিও
১০	ট্রেনিং সেন্টার	অধ্যক্ষ	১	খুলনা পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার
১১	প্রধান ডাকঘর সমূহ (এ গেড)	পোস্টমাস্টার (প্রথম শ্রেণি)	৬	সকল জেলা শহরে
১২	প্রধান ডাকঘর সমূহ (বি গেড)	পোস্টমাস্টার	২২	নতুন জেলা শহরে

৪.দক্ষিণাঞ্চল, খুলনার সংস্থাপন নিম্নরুপঃ-

সরকারি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনা টিম হতে হলে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতবদ্ধ এবং রাজস্ব আয়ে নিবেদিত হতে হয় । কর্মচারিদের মনস্তাত্বিক ও মানসিক পরিবর্তন করতে এবং জনগণের জন্য সেবার মানকে উন্নত করতে সমস্ত কর্মীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে । দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা একটি বৃহৎ সরকারি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। পুরা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষকে সেবা দান করার জন্য ২৮৩৪টি পোস্ট অফিস রয়েছে। এই জনশক্তিকে দুভাগে ভাগ করা যায় । বিভাগীয় কর্মী-২৪৩৪ জন এবং অবিভাগীয় কর্মী -৬২২৬ জন । জিপিও এবং প্রধান ডাকঘর সমূহ (এ গ্রেড) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । অন্যান্য পোস্টঅফিসগুলি নন গেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয় । ব্রাঞ্চঅফিস এবং অবিভাগীয় সাব অফিস স্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় যারা বেতনের বদলে সম্মানী পেয়ে থাকেন। যদিও তারা সম্পূর্ণরুপে সরকারি কর্মচারি নন তথাপি তারা ডাক বিভাগের লক্ষ্য অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকেন । এছাড়াও এই পোস্ট অফিস গুলি ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অধীন যার ভিতর অন্তর্ভূক্ত আছে পরিদর্শক পোস্ট অফিস ।

CamScanner

সকল পদের নিয়োগের জন্য একটি নীতিমালা রয়েছে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কর্মকর্তাগণ (হিসাবরক্ষণ অফিসার ও প্রকৌশলীগণ ব্যতিত) বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অন্যান্য বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) কর্মকর্তার ন্যায় বিসিএস (ডাক) ক্যাডারে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বিসিএস (ডাক) ক্যাডারে নির্বাচিত কর্মকর্তারগণ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে অন্যান্য ক্যাডারের সঙ্গে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এছাড়া বিশেষ প্রশিক্ষণ হিসেবে পোস্টাল একাডেমিতে তত্বীয় ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিন হতে নন- ক্যাডার অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন এবং তারা তাদের জন্য প্রযোজ্য প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে থাকেন। পরিদর্শক, জুনিয়ার একাউন্টেন্ট এবং উপজেলা পোস্টমাস্টার পদে ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়।

দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা দপ্তরের শাখা ওয়ারী প্রতিবেদনঃ

ক্রঃনং	সাল	সংস্থাপন	ক্যাডার (১ম শ্রেণী)	নন- ক্যাডার (১ম শ্রেণী)	২য় শ্রেণী	মোট
১	২০২২	ক) ক্যাডার-২৬ খ) নন ক্যাডার-৩ গ) ২য় শ্রেণী-১১	২৬	০৩	১১	৪০
২	২০২৩	ক) ক্যাডার-২৬ খ) নন ক্যাডার-৩ গ) ২য় শ্রেণী-১১	২৬	০৩	১১	৪০

সংস্থাপনঃ-

ক্রঃনং	সাল	মঞ্জুরীকৃত পদ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)	শূণ্য পদ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)	কর্মরত (৩য় শ্রেণী)	কর্মরত (৪র্থ শ্রেণী)
১	২০২২	ক) ৩য় শ্রেণী-১০৫৫ খ) ৪র্থ শ্রেণী-১৩৫৬	ক) ৩য় শ্রেণী-৭৪৯ খ) ৪র্থ শ্রেণী-৬৭৫	১০৫৫	১৩৫৬

CamScanner

বার্ষিক পরিদর্শন সূচীঃ-

পিএমজি অফিস, খুলনা হতে প্রতি বছরের ডিসেম্বর মাসের শুরুতে পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং অতিঃ পিএমজি মহোদয়ের বার্ষিক পরিদর্শন সূচি চেয়ে ডাক অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করেন। ডাক অধিদপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার পর অনুমোদিত পরিদর্শনসূচী অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকেন।

ডিপিএমজি অফিস, হতে পিএমজি অফিস ,খুলনায় প্রতি বছরের ডিসেম্বর মাসের শুরুতে ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল গণের বার্ষিক পরিদর্শন সূচি চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। পিএমজি মহোদয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর অনুমোদিত পরিদর্শনসূচী অনুযায়ী ডিপিএমজি গণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকেন।

মাসিক মনিটরিং কার্যক্রমঃ-

মনিটরিং কার্যক্রম পরিদর্শন শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সার্কেল অফিস এর অন্তর্গত ইউনিট অফিস হতে ক্ষয়ক্ষতি ও জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলার মসিক বিবরণী অত্র শাখায় প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিবরণীতে উল্লিখিত ক্ষয়ক্ষতি, জালিয়াতি ও আত্মসাৎকৃত অর্থের বিষয়টি অত্র শাখা কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সকল ইউনিট অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে ডাক সেবা যথোপযুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক ইউনিট অফিসগুলো কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যসমূহ ডাক অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়।

তদন্ত শাখার তথ্যাদিঃ

ক) তদন্ত শাখার কার্যক্রমঃ

১) তদন্ত শাখায় সরকারি ক্ষয়ক্ষতি, জালিয়াতি, আত্মসাৎ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম করা হয়।

২) তদন্ত শাখা হতে মাসিক / ত্রৈমাসিক বিবরণী সহ পত্রের জবাব ডাক অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

৩) প্রশাসনিক নির্দেশ মোতাবেক তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতঃ তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

৪) আদালতে চলমান মামলা সমূহের ক্ষেত্রে নিয়োজিত আইনজীবীকে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

৫)সরকারি আদেশসহ ডাক অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত পরিপত্র সমূহ অনুসরণ করা হয়।

CamScanner

খ) পরিদর্শন শাখার কার্যক্রমঃ

১) পরিদর্শন শাখায় পরিদর্শন/ ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পর্যালোচনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২) পরিদর্শন শাখা হতে মাসিক / ত্রৈমাসিক বিবরণীসহ পত্রের / জবাব ডাক অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয় ।

৩) পিএমজি অফিস হতে বিভিন্ন ইউনিটের বার্ষিক পরিদর্শন/ ভেরিফিকেশন সূচি অনুমোদন করা হয় ।

৪) পরিদর্শন শাখায় পর্যালোচনাকৃত পরিদর্শন/ ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন যথাযথাভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

৫) সরকারি আদেশসহ ডাক অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত পরিপত্র সমূহ অনুসরণ করা হয় ।

গ)মহামান্য আদালতে বিগত বছরের মামলার পরিসংখ্যানঃ-

ক্রঃনং	বিবরণ	অর্থ বছর		
		২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	রিট পিটিশন	৪০	৪৬	৫৬
২	কনটেম্পট পিটিশন	২২	২৬	৩৪
৩	প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল	০	৩	৫
৪	প্রঃ আপীল ট্রাইবুনাল	৩	৭	১২
৫	ফৌজদারী	২১	২৪	২৬
৬	দেওয়ানী	২২	২৯	৩০
	সর্বমোট মামলা	১০৮	১৩৫	১৬৩

CamScanner

(মেইল পরিবহন ব্যবস্থার তথ্য)

ক্র:নং	সেকশনের নাম	যে প্রশাসনের আওতাধীন	পরিবহন মাধ্যম	পরিবহন যে প্রশাসনের আওতাধীন
১.	ই-৭ সেকশন (খুলনা-পার্বতীপুর)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন (সীমান্ত)	বাংলাদেশ রেলওয়ে
২.	ই-২৬ সেকশন (খুলনা-নকিপুর)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	খুলনা বিভাগ
৩.	ই-২৭ সেকশন (রাজবাড়ী-পোড়াদহ)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন (শাটল)	বাংলাদেশ রেলওয়ে
৪.	ই-৩০ সেকশন (খুলনা-পিরোজপুর)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	খুলনা বিভাগ
৫.	ই-৩২ সেকশন (পার্বতীপুর-চিলাহাটি)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন (চিলাহাটি এক্সপ্রেস)	বাংলাদেশ রেলওয়ে
৬.	ই-৩৩ সেকশন (পার্বতীপুর-পঞ্চগড়)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	দিনাজপুর বিভাগ
৭.	ই-৩৪ সেকশন (পার্বতীপুর-কুড়িগ্রাম)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	দিনাজপুর বিভাগ
৮.	ই-৩৬ সেকশন (ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	পাবনা বিভাগ
৯.	ই-৪৬ সেকশন (পার্বতীপুর-খুলনা)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন (রকেট মেইল)	বাংলাদেশ রেলওয়ে
১০.	ই-৪৭ সেকশন (বরিশাল-পিরোজপুর)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	বরিশাল বিভাগ
১১.	টিএমসি (বরিশাল-ভোলা)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	লঞ্চ	লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষ
১২.	টিএমসি (রাজবাড়ী-মধুখালী)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
১৩.	টিএমসি (পোড়াদহ-রাজবাড়ী)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন	বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৪.	টিএমসি (পোড়াদহ-মিরপুর-ভেড়ামারা)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	আউট ট্রিপ- বাস ইন ট্রিপ- ট্রেন	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৫.	টিএমসি (পার্বতীপর-সৈয়দপুর)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন	বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৬.	টিএমসি (লালমনিরহাট-বুড়িমারী)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন	বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৭.	টিএমসি (রাজশাহী-ঈশ্বরদী)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	রাজশাহী বিভাগ
১৮.	টিএমসি (সান্তাহার-লালমনিরহাট)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন	বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৯.	টিএমসি (ঈশ্বরদী-খুলনা)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন(চিত্রা/সুন্দরবন)	বাংলাদেশ রেলওয়ে
২০.	টিএমসি (পার্বতীপুর-ঢাকা)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন(পঞ্চগড় এক্সপ্রেস)	বাংলাদেশ রেলওয়ে
২১.	টিএমসি (খুলনা-মংলা)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
২২.	টিএমসি (খুলনা-গোপালগঞ্জ)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
২৩.	টিএমসি (খুলনা-কাশিয়ানী-ভাংগা)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	খুলনা বিভাগ
২৪.	টিএমসি (যশোর-কাশিয়ানী)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	যশোর বিভাগ
২৫.	টিএমসি (গোপালগঞ্জ-ঈশ্বরদী)	আর.এম.এস, ইবিভাগ	ট্রেন(টুঙ্গীপাড়া এক্সপ্রেস)	বাংলাদেশ রেলওয়ে
২৬.	টিএমসি (শোলারকেলা-মোরেলগঞ্জ)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
২৭.	টিএমসি (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
২৮.	টিএমসি (আঠারোমাইল-পাইকগাছা)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
২৯.	টিএমসি (পাইকগাছা-আমাদী)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৩০.	টিএমসি (আমাদী-মদিনাবাদ)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৩১.	টিএমসি (বাগেরহাট-চিতলমারী)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৩২.	টিএমসি (সাতক্ষীরা-আশাশুনী)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৩৩.	টিএমসি (সাতক্ষীরা-কলারোয়া)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৩৪.	টিএমসি (সাচিবুনিয়া-চালনা বাজার)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৩৫.	টিএমসি (বটিয়াঘাটা-গড়িয়ারডাঙ্গা)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৩৬.	টিএমসি (তেরখাদা-খুলনা সিটি)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৩৭.	টিএমসি (রুপসা-খারাবাদবাইনতলা)	খুলনা বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৩৮.	টিএমসি (নলিয়ান-গড়াইখালী)	খুলনা বিভাগ	লঞ্চ	লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষ

CamScanner

৩৯.	টিএমসি (যশোর-ঝিনাইদহ-মাগুরা)	যশোর বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	যশোর বিভাগ
৪০.	টিএমসি (যশোর-নড়াইল)	যশোর বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	যশোর বিভাগ
৪১.	টিএমসি (যশোর-বেনাপোল)	যশোর বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৪২.	টিএমসি (যশোর-কেশবপুর)	যশোর বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৪৩.	টিএমসি (যশোর-নওয়াপাড়া)	যশোর বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৪৪.	টিএমসি (কুষ্টিয়া-পোড়াদহ-ই:বি:)	কুষ্টিয়া বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৪৫.	টিএমসি (কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-গাংনী-বামুন্দি)	কুষ্টিয়া বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	কুষ্টিয়া বিভাগ
৪৬.	টিএমসি (চুয়াডাঙ্গা-দৌলতগঞ্জ)	কুষ্টিয়া বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৪৭.	টিএমসি (চুয়াডাঙ্গা-আলফাডাঙ্গা)	কুষ্টিয়া বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৪৮.	টিএমসি (চুয়াডাঙ্গা-সরোজগঞ্জ-সাধুহাটি-সাগান্না)	কুষ্টিয়া বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৪৯.	টিএমসি (ফরিদপুর-আলফাডাঙ্গা)	ফরিদপুর বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৫০.	টিএমসি (কাশিয়ানী-রামদিয়া কলেজ)	ফরিদপুর বিভাগ	বিভাগীয় মটর বাইক	ফরিদপুর বিভাগ
৫১.	টিএমসি (রাজবাড়ী-ভাংগা)	ফরিদপুর বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	ফরিদপুর বিভাগ
৫২.	টিএমসি (ভাংগা-নড়িয়া)	ফরিদপুর বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	ফরিদপুর বিভাগ
৫৩.	টিএমসি (বরিশাল-মাদারীপুর)	বরিশাল বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	বরিশাল বিভাগ
৫৪.	টিএমসি (বরিশাল-বরগুনা)	বরিশাল বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	বরিশাল বিভাগ
৫৫.	টিএমসি (বরিশাল-স্বরুপকাঠি)	বরিশাল বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	বরিশাল বিভাগ
৫৬.	টিএমসি (ভোলা-চরফ্যাশন)	বরিশাল বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	বরিশাল বিভাগ
৫৭.	টিএমসি (বরিশাল-মেহেন্দীগঞ্জ)	বরিশাল বিভাগ	লঞ্চ	লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষ
৫৮.	টিএমসি (বরিশাল-ভেদুরিয়া)	বরিশাল বিভাগ	লঞ্চ	লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষ
৫৯.	টিএমসি (হাটশশীগঞ্জ-মনপুরা)	বরিশাল বিভাগ	লঞ্চ	লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষ
৬০.	টিএমসি (বরিশাল-ভাংগা)	বরিশাল বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	বরিশাল বিভাগ
৬১.	টিএমসি (বরিশাল-পিরোজপুর)	বরিশাল বিভাগ	বিভাগীয় গাড়ী	বরিশাল বিভাগ
৬২.	টিএমসি (গলাচিপা-মৌডুবি)	পটুয়াখালী বিভাগ	লঞ্চ	লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষ
৬৩.	টিএমসি (গলাচিপা-চরকাজল)	পটুয়াখালী বিভাগ	লঞ্চ	লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষ
৬৪.	টিএমসি (গলাচিপা-বাহেরচর)	পটুয়াখালী বিভাগ	লঞ্চ	লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষ
৬৫.	টিএমসি (পটুয়াখালী-দুমকি)	পটুয়াখালী বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৬৬.	টিএমসি (দুমকি-বাউফল)	পটুয়াখালী বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৬৭.	টিএমসি (বাউফল-দশমিনা)	পটুয়াখালী বিভাগ	পাবলিক বাস	বাস মালিক কর্তৃপক্ষ
৬৮.	টিএমসি (গোপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া)	গোপালগঞ্জ এইচও	বিভাগীয় গাড়ী	গোপালগঞ্জ এইচও
৬৯.	টিএমসি (খুলনা জিপিও-ফুলতলা)	খুলনা জিপিও	বিভাগীয় গাড়ী	খুলনা জিপিও
৭০	বন্ধকৃত ই-৩৫ সেকশন (বরিশাল-ঢাকা) পুনরায় চালু করার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। খুব শীঘ্রই চালু করা হচ্ছে।			

CS CamScanner

মেইলস শাখা

মেইলস শাখা	খুলনা সার্কেলের অর্থ বছর ভিত্তিক তুলনা মুলক বিবরণী	সাল	জিইপি	রেজিস্ট্রি ডাক	সাধারণ ডাক
		২০১৯-২০	৪,২৬,৩২৪	১৩২৪৮৬৭	৪২৬৬৪৪৪
		২০২০-২১	৩,৮৭,৫৩৫	১১৯১৯৬৪	৪৪৩৪৮২৩
		২০২১-২২	৪,১৭,৯০২	১৩০৭৫৮৪	৫০৪৫০৪০
		২০২২-২৩	৬,২৯,৮৮৯	১৯৬১৩২৬	২৬৮০৩৪৮

বিশ্ব ডাক দিবস উদযাপন

প্রতি বছরের ন্যায় ২০২৩ সালেও দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা সার্কেল ও আওতাধীন ইউনিট অফিসে বিশ্ব ডাক দিবস পালন করা হয়। ডাক দিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সার্কেল ও ইউনিট সমূহের শ্রেষ্ঠ কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

হিসাব শাখা

বিগত বছর সমূহের ব্যয়

শ্রেণি	২০২২-২৩	২০২১-২২	শ্রেণি	২০২০-২১	২০১৯-২০ (হাজার টাকায়)
নগদ প্রতিদান	৯,৪৮,২৩৪	৯,৯১,০৭৭	নগদ মজুরী ও বেতন	৯,৭৫,১০৩	৯,৮৩,৮৪৪
পণ্য সেবার ব্যবহার	৪,০১,১৮৫	৩,৯৬,৩৩২	প্রশাসনিক ব্যয়	৩,৪২,১৩৮	৩,৪৬,৩৬৮
সামাজিক সুবিধা	৭,২৫,০৩৭	৬,৮১,৫৩৭	মেরামত ও সংরক্ষণ	১৩,২০১	১৪,৮২৮
মোট অন্যান্য ব্যয়	৪,৯৭১	৪,৯৩৫	সামাজিক সুবিধা	৬,৭২,৪৪৯	৬,১৪,৮৮৩
মোট আর্থিক সম্পদ	১,১৭৫	৪,১৬৮	আবর্তক স্থানান্তর	৫,৩৫৩	৫,১৬৩
			যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩,৮২৫	৩,৩৬০

বিগত বছর সমূহের রাজস্ব আয়

অর্থ বছর	টাকার পরিমান
২০২২-২৩	১৩৪২৫৭০০৪
২০২১-২২	১৬৮৫৬৮১০৩
২০২০-২১	৩৮৮৩২০৭২৪
২০১৯-২০	৪০০৩৪০০৭৬

CamScanner

অডিট সংক্রান্ত

২০২২-২৩ অর্থবছরের তথ্য

শ্রেণি	সংখ্যা	টাকা
প্রারম্ভিক জের (সার্কেল অফিস, খুলনা।)	২৫৫	৩০.৫৯
প্রাপ্ত নতুন অডিট আপত্তি	০	০
ব্রডশীট জবাব প্রেরণ	০	০
আপত্তি নিষ্পত্তি	১৭	০.৩৯
সমাপনী জের	২৩৮	৩০.২০

প্রশাসন শাখা

১	প্রশাসনিক কার্য়ক্রম দক্ষিণাঞ্চল খুলণাকে আধুনিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	১. ডিজিটাল হাজিরা এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে আগমন ও গমন নিশ্চিতকরণ। ২. যথাসময়ে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে পদোন্নতি নিশ্চিত করাসহ চাকরি বিধিমালা অনুসরণ করা। ৩. সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পৃষ্ঠাংকনপূর্বক প্রেরণ করা। ৪. সকল নথি ডি-নথির আওতায় আনা এবং কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের জন্য কাযক্রম ও প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ৫. মানসম্পন্ন লাইব্রেরী স্থাপন। ৬. Pos মেশিনের মাধ্যমে চিঠিপত্রের ট্রাকিং ও ট্রেসিং এর ব্যবহার।

CamScanner

নিরাপত্তা ও কল্যাণ শাখা

ক্রমিক নং	কাজের ধরণ	কাজের বিবরণ
১।	কল্যাণ ও চিকিৎসা বিষয়ক	কল্যাণ তহবিল হতে অনুদানঃ ক) চাকুরীরত অবস্থায় কোন কর্মচারীর মৃত্যুজনিত/ স্থায়ীভাবে অক্ষমতাজনিত কারণে অনুদান প্রদান। খ) দাফন কাফন ও অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া জনিত আর্থিক সাহায্য। গ) কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ তহবিল হতে মাসিক কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমার এককালীন অনুদানের আবেদন প্রেরণ। ঘ) সাধারণ/জটিল রোগে আক্রান্ত কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ। ঙ) ডাক বিভাগের কর্মচারীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ। চ) কর্মচারীদের ক্রীড়া বিষয়ে আর্থিক অনুদান। ছ) কর্মচারীদের বনভোজনে আর্থিক অনুদান। জ) মসজিদের ইমাম ও কর্মচারীদের বেতন ও বোনাস প্রদান।
২।	নিরাপত্তা বিষয়ক	পোস্টাল স্টেট ও নিরাপত্তার সকল দায়িত্ব এই শাখা পালন করে থাকেন। নিরাপত্তার বিষয়ে নিরাপত্তা শাখাটি তাৎক্ষণিকভাবে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

সঞ্চয় শাখা

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়। এ সেবা প্রায় এক শতাব্দী আগে চালু করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পোস্টাল সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে যা আকর্ষণীয় সুবিধা প্রদান করে।

ক্রমিক নং	এজেন্সী কাযের বিবরণ	কমিশনের হার
১।	সঞ্চয় ব্যাংকঃ	
	ক) সঞ্চয় ব্যাংক সাধারণ হিসাব	প্রতি লেনদেন -২/- টাকা।
	খ) সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাবঃ	জমার উপর =.০৫% টাকা।
২।	সঞ্চয়পত্র	জমার উপর =.০৫% টাকা/সর্বোচ্চ-৫০০ টাকা

সাধারণ একাউন্টঃ

মুনাফার হার	৭.৫% (সাধারণ হার)
সর্বোচ্চ সীমা	এককনামে ১০ লক্ষ ও যৌথনামে ২০ লক্ষ পযন্ত
যে বিনিয়োগ করতে পারবে	বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণী বা পেশার সাবালক নাগরিক
প্রয়োজনীয় দলিল	আমানতকারীর ছবি ২কপি, জাতীয় পরিচয় পত্র/নাগরিকত্ব সনদ/জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি ২ কপি, এনআইডি কার্ডের কপি/নাগরিক সনদ

CamScanner

মেয়াদী একাউন্টঃ

মুনাফার হার	১১.২৮%
সর্বোচ্চ সীমা	এক নামে ১০ লক্ষ ও যৌথ নামে ২০ লক্ষ পর্যন্ত। সূত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ).৪৭, তারিখ ২১.০৯.২০২১ খ্রিঃ **(স্বয়ংক্রিয়ভাবে উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত মুনাফাসহ পুনঃ বিনিয়োগ হবে।)**
যে বিনিয়োগ করতে পারবে	বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণী বা পেশার সাবালক নাগরিক।
প্রয়োজনীয় দলিল	আমানতকারীর ছবি ২কপি, জাতীয় পরিচয় পত্র/নাগরিকত্ব সনদ/জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি ২ কপি, এনআইডি কার্ডের কপি/নাগরিক সনদ

সঞ্চয়পত্র

৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রঃ

পরিমাণ	উর্দ্ধসীমা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ
মুনাফার হার	মেয়াদান্তে ১৫,০০,০০০ পর্যন্ত ১১.২৮%, ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ পর্যন্ত ১০.৩০%, ৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদুর্ধ্ব ৯.৩০% । সূত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ).৪৭, তারিখঃ ২১.০৯.২০২১ খ্রিঃ)
সর্বোচ্চ সীমা	এক কনামে ৩০ লক্ষ ও যৌথ নামে ৬০ লক্ষ
যে বিনিয়োগ করতে পারবে	-বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণী বা পেশার নাগরিক **প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ঃ** -আয়কর আইন ১৯৮৪ (অংশ), বুল ৪৯ সাব বুল (২) সজ্ঞায়িত প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন,১৯২৫ প্রভিডেন্ট ফান্ড অনুসৃত -আয়কর অধ্যাদেশ -১৯৮৪, ষষ্ঠ পার্ট, বুল ৩৪ অনুসৃত মাছ খামার, পোল্ট্রি ফার্ম, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় বীজ প্রচারের, দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ কৃষি, নার্সারি প্রকল্প, ফলমূল ও শাকসবজি চাষ কৃষি যার আয় ডিসি ট্যাক্স প্রত্যয়িত।
প্রয়োজনীয় দলিল	আমানতকারীর ছবি ২কপি, জাতীয় পরিচয় পত্র/নাগরিকত্ব সনদ/জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি ২ কপি, এনআইডি কার্ডের কপি/নাগরিক সনদ
পরিপক্কতার সময়কাল	০৫ বছর
মুনাফার পরিশোধের সময়	পরিপক্কতার সময়কাল শেষ হলে

CamScanner

৩ মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্রঃ

পরিমাণ	উর্দ্ধসীমা পযন্ত যেকোন পরিমাণ
মুনাফার হার	১১.০৪% (প্রতি ৩ মাসে মুনাফা প্রাপ্য তবে মেয়াদান্তে ১৫,০০,০০০ পযন্ত ১১.০৪%, ১৫,০০,০০১ টাকা হতে তদুর্ধ্ব ১০.০০%, ৩০,০০,০০০ এর উর্ধ্বে ৯.০০%। সূত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ).৪৭, তারিখঃ ২১.০৯.২০২১ খ্রিঃ)
সর্বোচ্চ সীমা	একক নামে ৩০ লক্ষ ও যৌথনামে ৬০ লক্ষ
যে বিনিয়োগ করতে পারবে	-বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণী বা পেশার নাগরিক **প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ঃ** -আয়কর আইন ১৯৮৪ (অংশ), রুল ৪৯ সাব রুল (২) সজ্ঞায়িত প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন,১৯২৫ প্রভিডেন্ট ফান্ড অনুসৃত -আয়কর অধ্যাদেশ -১৯৮৪, ষষ্ঠ পার্ট, রুল ৩৪ অনুসৃত মাছ খামার, পোল্ট্রি ফার্ম, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় বীজ প্রচারের, দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ কৃষি, নার্সারি প্রকল্প, ফলমূল ও শাকসবজি চাষ কৃষি যার আয় ডিসি ট্যাক্স প্রত্যয়িত।
প্রয়োজনীয় দলিল	আমানতকারীর ছবি ২কপি, জাতীয় পরিচয় পত্র/নাগরিকত্ব সনদ/জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি ২ কপি, এনআইডি কার্ডের কপি/নাগরিক সনদ
পরিপক্কতার সময়কাল	০৩ বছর
মুনাফার পরিশোধের সময়	০৩ মাস পর

পেনশন সঞ্চয়পত্র

পরিমাণ	উর্দ্ধসীমা পযন্ত যেকোন পরিমাণ
মুনাফার হার	১১.৭৬% (প্রতি ৩ মাসে মুনাফা প্রাপ্য তবে মেয়াদান্তে ১৫,০০,০০০ পযন্ত ১১.৭৬%, ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ পযন্ত ১০.৭৫%, ৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদুর্ধ্ব ৯.৭৫%। সূত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ).৪৭, তারিখঃ ২১.০৯.২০২১ খ্রিঃ)
সর্বোচ্চ সীমা	একক নামে ৫০ লাখ (গ্র্যাচুইটি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর নির্ভরশীল)
যে বিনিয়োগ করতে পারবে	-বাংলাদেশী
প্রয়োজনীয় দলিল	আমানতকারীর ছবি ২কপি, জাতীয় পরিচয় পত্র/নাগরিকত্ব সনদ/জন্ম নিবন্ধন, পেনশনের কাগজপত্র, নমিনীর ছবি ২ কপি, এনআইডি কার্ডের কপি/নাগরিক সনদ
পরিপক্কতার সময়কাল	০৫ বছর
মুনাফার পরিশোধের সময়	০৩ মাস পর

CamScanner

পরিবার সঞ্চয়পত্রঃ

পরিমাণ	উর্দ্ধসীমা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ
মুনাফার হার	১১.৫২% (প্রতি মাসে মুনাফা উত্তোলন করা যাবে তবে মেয়াদান্তে ১৫,০০,০০০ পযন্ত ১১.৫২%, ১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০ পর্যন্ত ১০.৫০%, ৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদুর্ধ্ব ৯.৫০%। সূত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ).৪৭, তারিখঃ ২১.০৯.২০২১ খ্রিঃ)
সর্বোচ্চ সীমা	একক নামে ৪৫ লক্ষ
যে বিনিয়োগ করতে পারবে	-১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব যে কোন বাংলাদেশী নারী - ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব যে কোন বাংলাদেশী (পুরুষ বা নারী) জনগণ - যে কোন বিকলাঙ্গ বাংলাদেশী জনগণ (পুরুষ বা নারী)
প্রয়োজনীয় দলিল	আমানতকারীর ছবি ২কপি, জাতীয় পরিচয় পত্র/নাগরিকত্ব সনদ/জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি ২ কপি, এনআইডি কার্ডের কপি/নাগরিক সনদ
পরিপক্কতার সময়কাল	০৫ বছর
মুনাফার পরিশোধের সময়	মাসিক

এককনামে সঞ্চয়পত্র সাময়িক বিনিয়োগসীমা সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা এবং পেনশনার হলে ক্ষেত্রে এককনামে সমন্বিত বিনিয়োগসীমা সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা।

পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টারঃ

ডাক বিভাগের নিজস্ব কর্মচারীদের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান হতে আগত ডাক কর্মচারীরা এখানে নিজেদের মধ্যে মেলামেশা ও ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ পাবে ফলে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবেন এ ধরনের চিন্তা থেকেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ঢাকার বাইরে উন্মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চল সার্কেলের ৩য় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য বিভাগীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টারে। সার্কেল প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ সূচি অনুযায়ী বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে। মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স গুলোতে প্রায়োগিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে অফিস ভিজিট ও শিক্ষা সফর থাকে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য মোটিভেশনাল ক্লাশ, নৈতিকতা শুদ্ধাচার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত বা আয়োজিত যে কোন প্রকার প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

CamScanner

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে সব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়: ১। পোস্টাল অপারেটর প্রাথমিক কোর্স ২। কম্পিউটার লিটারেসি ৩। পোস্টাল অপারেটর এ্যাডভান্স কোর্স ৪। বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং ৫। মেইল অপারেটর প্রথিমিক কোর্স ৬। অনলাইন এজেন্সি সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ৭। মেইল অপারেটর এ্যাডভান্স কোর্স ৮। পোস্টাল অপারেটর এলডিএ/ইউডিএ নথি ব্যবস্থাপনা ও পত্র বিনিময় বিশেষ কোর্স ৯। মেইল অপারেটর এলডিএ/ইউডিএ নথি ব্যবস্থাপনা ও পত্র বিনিময় বিশেষ কোর্স ১০। আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সম্পর্কিত বিশেষ কোর্স ১১। পোস্টাল অপারেটর অনলাইন সঞ্চয়পত্র/ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক বিশেষ কোর্স ১২। পোস্টাল অপারেটর বৈদেশিক ডাক পত্র বিনিময় ও সিডিএস ডট পোসট বিশেষ কোর্স ১৩। পোস্টাল অপারেটর রিফ্রেসার্স কোর্স ১৪। মেইল অপারেটর রিফ্রেসার্স কোর্স।

পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টারে ডাক কর্মচারীদের জন্য নন টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এখানে নিরিবিলি শান্ত মনোরম পরিবেশে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। একটি সৃজনশীল শিক্ষামূলক নান্দনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডাক বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে পেশাগত ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনাই পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টারের লক্ষ্য।

ডাক বিভাগের আধুনিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

ডাক অধিদপ্তরের নির্দেশনায় এবং সহায়তায় ডাক সেবার মান উন্নয়ন ও জনগণের দোরগোড়ায় ডাকসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে খুলনা সার্কেল বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেগুলো নিম্নরূপ-

-ডমেস্টিক মেইল মনিটরিং সার্ভিসঃ অভ্যন্তরীন ডাক যোগাযোগকে আরো আধুনিক করতে এই সার্ভিসের প্রণয়ণ করা হয়েছে। এই সার্ভিসের ফলে অভ্যন্তরীণ ডাক, পার্সেল ইত্যাদিকে সহজেই ট্র্যাক করা সম্ভব হবে।

-বিভিন্ন জেলায় চিলিং চেম্বার স্থাপনঃ এর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পচনশীল দ্রব্যাদিও সহজেই এক জেলা থেকে অন্য জেলঅয় পার্সেল করা সম্ভব হবে।

-সঞ্চয়পত্র সহ ইএমএস ও জিইপি সেবাকে উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ।

-পুরনো ডাকঘরসমূহকে আধুনিক অবকাঠামোগত সুবিধাসম্বলিত মডেল ডাকঘরে রূপান্তরের ব্যবস্থা ও ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ডাক অধিদপ্তরকে সহায়তা।

ডাক বিভাগকে আধুনিকীকরণের গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

(০১) ডি-নথির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

(০২) খুলনা জিপিওতে ট্রেজারী ভল্টের কার্যক্রম ম্যানুয়ালী করা পরিবর্তে "ট্রেজারী ভল্ট সফটওয়্যার" এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(০৩) হেড পোস্ট অফিস এবং সাব পোস্ট অফিসসময়হে অনলাইনে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(০৪) Guarantee Express Post/ 'জিইপি' সেবা শাখা ডাকঘরসমূহ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

CamScanner

দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা সার্কেলের মাধ্যমে ডাক বিভাগের ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে কি ভূমিকা রাখা যায়, সে সম্পর্কে মতামত বা সুপারিশসমূহঃ

(০১) 'স্পিড পোস্ট' সেবাটি জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(০২) বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী দপ্তর/সংস্থা, ব্যাংক বীমাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে অধিক সংক্যক বাল্ক মেইল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদন করা।

(০৩) ডাক জীবন বীমা সেবাটির পলিসি গ্রহণ হতে শুরু করে বীমাদাবী পরিশোধ পযন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি অটোমেশনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(০৪) পস মেশিনের পাশাপাশি কম্পিউটার/ ল্যাপটপের মাধ্যমে ডিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডাকদ্রব্য ইস্যুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

দক্ষিণাঞ্চল সার্কেল, খুলনা

অধীন অফিসসমূহের নাম ও সংখ্যাঃ

পোস্টাল ডিভিশন সমূহের নাম	এ-গ্রেড পোস্ট অফিস	বি-গ্রেড পোস্ট অফিস	উপজেলা পোস্ট অফিস	শাখা ডাকঘর
১। খুলনা ডিভিশন		২টি= সাতক্ষীরা প্রধান ডাকঘর, বাগেরহাট প্রধান ডাকঘর	২২টি	৫৪৯টি
২। যশোর ডিভিশন	১টি= যশোর প্রঃডাঃ	৩টি= মাগুরা প্রধান ডাকঘর, ঝিনাইদহ প্রধান ডাকঘর, নড়াইল প্রধান ডাকঘর	১৭টি	৪৪৮টি
৩। কুষ্টিয়া ডিভিশন	১টি=কুষ্টিয়া প্রধান ডাকঘর	৩টি= চুয়াডাঙ্গা প্রধান ডাকঘর, মেহেরপুর প্রধান ডাকঘর, রাজবাড়ী প্রধান ডাকঘর	১২টি	২৪৬টি
৪। ফরিদপুর ডিভিশন	২টি= ফরিদপুর প্রধান ডাকঘর. গোপালগঞ্জ প্রধান ডাকঘর	৩টি= মাদারীপুর প্রধান ডাকঘর, শরীয়তপুর প্রধান ডাকঘর, টুঙ্গিপাড়া প্রধান ডাকঘর	১৮টি	৪৬৫টি
৫। বরিশাল ডিভিশন	১টি= বরিশাল প্রধান ডাকঘর	৩টি= পিরোজপুর প্রধান ডাকঘর,ঝালকাঠি প্রধান ডাকঘর,ভোলা প্রধান ডাকঘর	২২টি	৫৮৯টি
৬। পটুয়াখালী ডিভিশন	১টি=পটুয়াখালী প্রধান ডাকঘর	১টি= বরগুনা প্রধান ডাকঘর	১০ টি	৩৫০টি
৭। খুলনা জিপিও	নাই	১টি= খুলনা সিটি প্রধান ডাকঘর	১টি	৩৭টি
মোট=০৭টি	০৬টি	১৬টি	১০২ টি	২৬৮৪টি

CS CamScanner

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোট সংস্থাপনঃ

পোস্টাল ডিভিশন	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	ইডি কর্মচারী
পিএমজি অফিস	১২	৮	৯৫	৩৮	৬
খুলনা বিভাগ	১	০	১৮৬	২৪২	১৩৮৬
যশোর বিভাগ	১	০	১৪৭	২০৫	১০১১
কুষ্টিয়া বিভাগ	১	০	১১৮	১৭৮	৬৩২
ফরিদপুর বিভাগ	১	০	১৬২	২৭৩	৯৯৯
বরিশার বিভাগ	১	০	১৮৩	৩১১	১২১৩
পটুয়াখালী বিভাগ	১	০	৬৮	৯১	৯২৪
আর.এম.এস,ই-বিভাগ	১	০	৩৩৭	৩৫১	২৩
জিপিও	২	২	১৯০	১২৭	৫০
অধ্যক্ষ, পিটিসি	২	১	১০	৯	০
যশোর প্রধান ডাকঘর	১	০	৮২	৪৭	২১
কুষ্টিয়া প্রধান ডাকঘর	১	০	৩৯	৩৩	১২
ফরিদপুর প্রধান ডাকঘর	১	০	৫০	৩৬	৮
বরিশাল প্রধান ডাকঘর	১	০	৮২	৫৩	১৭
পটুয়াখালী প্রধান ডাকঘর	১	০	৩৫	২২	৯
গোপালগঞ্জ প্রধান ডাকঘর	১	০	২০	১৬	০
মোট	২৯	১১	১৮০৪	২০৩২	৬৩১১

ডাক বিভাগকে আধুনিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

ক) মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ মাধ্যমে আধুনিক ডাক সেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

খ) ডিএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ মেইল ট্রাকিং ও ট্রেসিং সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত সর্বশেষ অগ্রগতিমূলক তথ্যাদিঃ

ক) ক) ২৭৫৪ টি ডিজিটাল ডাক কেন্দ্র চালুকরণ ও গ্রামীণ পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে জনগণকে ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

খ) ভূমি মন্ত্রণালয় ও ডাক বিভাগের উদ্যোগে যৌথ ডাক যোগে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

গ) ইএমটিএস এর মাধ্যমে সুবিধাভোগী প্রান্তিক জনসাধারণকে রেডক্রিসেন্ট এর ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

CamScanner

ডিজিটাল ব্যবস্থাপনাঃ-

ডিজিটাল ডাক সেবা নিশ্চিতকরণে ডাক বিভাগঃ

বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে জনগণের ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করতে ডাক সেবাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণঃ

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ ডাকঘর অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, যা ই-সেন্টার হিসেবে কাজ করছে এবং গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ডাকঘরগুলো সেবা ভবন হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৫৯০ টি ডাকঘরের ভবন নতুন করে নির্মাণ কাজ করা হয়েছে এবং ১২৭৩ টি ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটিঃ

পোস্ট-ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য ইন্টারনেট ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদান করা এবং ওয়েবক্যাম এর সাহায্যে প্রবাসীদের সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের ব্যক্তিগত যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে তথা গ্রামীণ পোস্ট অফিসগুলোকে উন্নত প্রযুক্তি,তথ্য ভান্ডার এবং ডিজিটাল ফটো স্টুডিওতে রূপদান করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৮৫০০টি ডাকঘরে পোস্ট-ই-সেন্টার চালু করা হয়েছে।

ডাক বিভাগের কায প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণঃ

ডাক বিভাগের বিভিন্ন সেবা যথা মনি অর্ডার, চিঠি রেজিস্ট্রেশনকরণ, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র , ডাক জীবন বীমা ইত্যাদি একটি একীভূত সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা এবং দেশের ডাকঘরগুলোকে ক্রমান্বয়ে একটি একক ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে " ডাক বিভাগের কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭১ টি প্রধান ডাকঘর, ১৩টি মেইল অ্যান্ড সর্টিং অফিস এবং ২০০টি উপজেলা পোস্ট অফিস এবং টাউন সাব পোস্ট অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

ইলেক্ট্রনিক/মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস প্রবর্তনঃ

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক পযায়ে দ্রুত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক/মোবাইল মনি অর্ডার সার্ভিস ২০১০ সাল হতে চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক পযায়ে মুহূর্তের মধ্যে আর্থিক সেবা প্রিদান সম্ভব হচ্ছে। বর্তমা দেশের ২৭৫০ টি পোস্ট অফিসে ইএমটিএস সেবা চালু আছে।

CamScanner

ট্র্যাক এন্ড ট্রেসিং সিস্টেম চালুকরণঃ

১৫ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে ট্র্যাক এন্ড ট্রেসিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিদেশ হতে আগত ও বিদেশগামী সকল রেজিঃ চিঠি, ইএমএস ও পার্সেলের ট্র্যাক এন্ড ট্রেসিং করা সম্ভব হচ্ছে। ৯ জুন ২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অন লাইন ইনকোয়ারি সিস্টেম চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে বৈদেশিক চিঠিপত্র সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য প্রথাগত পত্র যোগাযোগ ব্যতিরেকে অন লাইনে করা সম্ভব হচ্ছে।

গ্লোবাল মনিটরিং সিস্টেম (জিএমএস) প্রবর্তনঃ

১লা জানুয়ারী ২০১০ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা এর এয়ারপোর্ট সর্টিং অফিসে ডাক ব্যাগ সঠিক সময়ে চলাচল ও সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্লোবাল মনিটরিং সিস্টেম (জিএমএস) চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যাগসমূহ রিয়েল টাইম মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।

ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণঃ

ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ তথা বিদ্যমান রেল পরিবহন এবং ব্যক্তিখাতে ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর -১১৮ টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশব্যাপী ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পযায়) প্রকল্পঃ

উক্ত প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৭৯ টি ডাকঘর পুনঃনির্মাণ/মেরামত/সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাসবায়নের ফলে ডাকঘরসমূহ আধুনিক সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস প্রবর্তনঃ

২৬ শে মার্চ ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পোস্টাল ক্যাশ কার্ড উদ্ভোধন করেন এবং ১লা জুলাই ২০১১ থেকে ক্যাশ কার্ডের বাণিজ্যিক কাযক্রম শুরু হয়। সকল জেলা উপজেলা ডাকঘরসহ ৮৩৮টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে অতি দরিদ্র পরিবারকে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করছে। POS (post of sale) মেশিনের মাধ্যমে Remote wireless connectivity প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সার্ভিসের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন ও জমা প্রদান ওস্থানান্তর করা যায়। নগদ টাকা বহনের ঝুঁকি এড়ানো যায়। ডাক বিভাগ সোনালী ব্যাংকের সাথে এ সার্ভিসকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে Co-branding করছে। বর্তমানে এজেন্সি প্রদানের মাধ্যমে এ সার্ভিসটি ব্যাপক সম্প্রাসারনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

CamScanner

ডিজিটাল পণ্যসামগ্রী গ্রহণ, পরিবহণ ও বিতরণঃ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক " সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরন" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে ডাক বিভাগের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে Doel laptop, 55" Doel Smart TV, TV Cassing with Lock & Modem সহ পণ্যসামগ্রী বিভিন্ন জেলঅয় সরবরাহ করে আসচে এবং শেখ রাসের ডিজিটাল ল্যাব (২য় পযায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ল্যাপটপ ও পণ্যসামগ্রী ডাক বিভাগের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌছে দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও সমগ্র দেশব্যাপী নির্ধারিত মাধ্যমিক স্কুলে প্রতিষ্ঠিত "লার্নিং এন্ড আর্নিং'' কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক এ ওয়ালটন ব্রান্ডের ৮৫,০০০ টি (পঁচাশি হাজার) ল্যাপটপ (যাহার মধ্যে ৬৯,০০০ পিস ওয়ালটন ব্রান্ড এবং ১৫,৩০০ পিস দোয়েল ব্রান্ড ল্যাপটপ) সহ বিভিন্ন মালামাল সারাদেশে পৌছানো হয়েছে।

ডাকযোগে ভূমি সেবাঃ

ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের নাগরিকদের সকল ধরনের ভূমি সংক্রান্ত সেবা সনাতনী পদ্ধতির পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করে যাচ্ছে। ডাকযোগে ভূমি সেবা শুরুর পর থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভূমি মালিকদের নিকট ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশের সকল ভূমি মালিকগণের হালনাগাদ খতিয়ান, পর্চা, মৌজা ম্যাপ ও ডিসিআর সংগ্রহের নিমিত্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে আবেদনের ধারাবাহিকতায় সার্টিফায়েড ও নন-সার্টিফয়েড কপি নাগরিকদের বর্তমান ঠিকানায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

এমআরপি সেবাঃ

ডাক অধিদপ্তর তথা ডাক বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র ডাক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশব্যাপী জিপিও, প্রধান ডাকঘর, উপজেলা ডাকঘর , উপ-ডাকঘর ও শাখা ডাকঘরের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাকসেবা প্রদান করে আসছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-স্বঃমঃপাঃনীঃ(সাধারন-০১ (বহিঃ-১/৭০৮ তারিখ ২১ জুন/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক জারীকৃত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ডাক অধিদপ্তর বিশেষ পাসপোর্ট পরিবহন পরিষেবা (special Passport Carrying Service, PCS) চালু করে "ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর'' আগারগাঁও, ঢাকা হতে চূড়ান্তভাবে মুদ্রিত মেশিন রিডাবল পাসপোর্ট (এমআরপি) দেশের অভ্যন্তরে নির্ধারিত বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের পরিবহন ও বিতরণ করে আসছে।

ই-পাসপোর্ট সেবাঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ই-পাসপোর্ট কাযক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করায় "ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর'', ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, স্মারক নং-৫৮.০১.০০০০.১০১.৯৯.০৪৭.২০১৮-২৫৫ তারিখ ০২/০২/২০২০ খ্রিঃ মর্মানুযায়ী "ই-পাসপোর্ট পার্সোরালাইজেশন কমপ্লেক্স'' যশোর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অবস্থিত "ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন সেন্টার'' হতে মুদ্রিত ই-পাসপোর্ট গ্রহণ, পরিবহন ও বিতরণ কাজ ডাক বিভাগ করে আসছে।

CamScanner

ডাকযোগে স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স সেবা (২০২২-২০২৩):

ডাকযোগে স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স সেবা (২০২২-২০২৩) চালু হয়ে সে মোতাবেক সার্ভিস দিয়ে ডাক বিভাগকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

পাসপোর্ট পরিবহন ও বিলি সেবাঃ

ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাসপোর্ট পরিবহন ও বিলি সেবা চালু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ডাক সেবাঃ

বিদেশগামী সকল ধরনের ডকুমেন্ট খুলনা জিপিও ভবনস্থ বৈদেশিক ডাকঘর হতে সকল ধরনের ডাকদ্রব্যাদি স্ক্যানিং করে এয়ারপোর্ট সর্টিং অফিসে (বিমান বন্দরে অবস্থিত) প্রেরণ করা হয় এবং তথা হতেও পুনরায় স্ক্যান করে দেশের বাহিরে প্রেরণ করা হয়। জন নিরাপত্তা বিভাগ, রাজনৈতিক অখি:শাখা-২ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশে ডাকদ্রব্য প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রেরণকারী ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

স্মার্টকার্ড সেবাঃ

ডাক অধিদপ্তর নির্বাচন কমিশনের অধীন " আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং এক্সেস টু সার্ভিসেস (IDEA) প্রকল্প (২য় পযায়)"

প্রকল্পের পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ ভান্ডার, পুরাতন এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা হতে মুদ্রিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে মুদ্রিত লেমিনেটেড স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেশের অভ্যন্তরে নির্ধারিত থানা, উপজেলা নির্বাচন অফিসসমূহে পৌছে দিয়ে আসছে।

ডিজিটাল কমার্স (ই-কমার্স) সেবাঃ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী ডিজিটাল কমার্স (ই-কমার্স) সেবা দিয়ে আসছে। ডিজিটাল কমার্স (ই-কমার্স) এর পণ্যসামগ্রী বিশ্বস্ততার সাথে পরিবহন ও বিতরণ করে আসছে। সেবাটি ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

CamScanner

উপসংহারঃ-

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে দেশের জনগণকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সেবা প্রদান আসছে। উক্ত সেবাসমূহকে জনগণের নিকট ঝুকিমুক্ত ও সহজীকরণের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা সমূহ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সরকারের অন্যান্য রুপকল্প অনুযায়ী ডাক বিভাগের প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ডাক সেবার মান বৃদ্ধিকরণে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন রকম এজেন্ডা ,কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং স্বল্প মেয়াদী , মধ্য মেয়াদীও দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চলমান প্রকল্প যা অগ্রধিকার ভিত্তিতে ইতোপুর্বে প্রস্তাবনা প্রেরিত হয়েছে এবং নিকট সময়ের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে তা স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে বিবেছিত হয়েছে। সময়োপযগী আধুনিক ডাক সেবা নিশ্চিত করণে ভবিষ্যতে গ্রহণ করা হবে এমন প্রকল্প সমূহ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশে ডাকঘরকে ও ডিজিটাল করতে হবে। ডাক দিন শেষ হয়ে যায়নি, আর ও বাড়ছে। ডিজিটাল কমার্সের জন্য ডাকঘর এখন একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল যুগের উপযোগী ডাক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ডাকঘর ডিজিটালাইজেশনের পথ নকশা তৈরি সম্পন্ন হচ্ছে।

ডিজিটাল ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজ করার পাশাপাশি কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ও ডিজিটাল দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে ডাকঘর ডিজিটাল করার কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যায় ডাক বিভাগের কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি করা এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডাকসেবা কাঙ্খিত মানের উন্নীত হবে।

সরকারি সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ব ডাক সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ দেশের প্রত্যেক জনগণের নিকট ডাক সেবা নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ কারণে দেশের প্রত্যেকটি প্রান্তে ডাক সেবা পৌছে দেবার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যন্ত ও দূর্গম প্রান্তেও এর অবকাঠামো ও জনবলকাঠামো সম্প্রসারিত। দেশের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য সুগম ও সহজলোভ্য ডাক সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বেশির ভাগ সেবা মাশুল সেবা প্রদানের খরচ অপেক্ষা কম মূল্যে প্রদান করা হয় যাতে দেশের অনগ্রসর এবং দরিদ্র মানষের কাছেও ডাক সেবা গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পোস্টমাস্টার জেনারেল মহোদয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

CamScanner

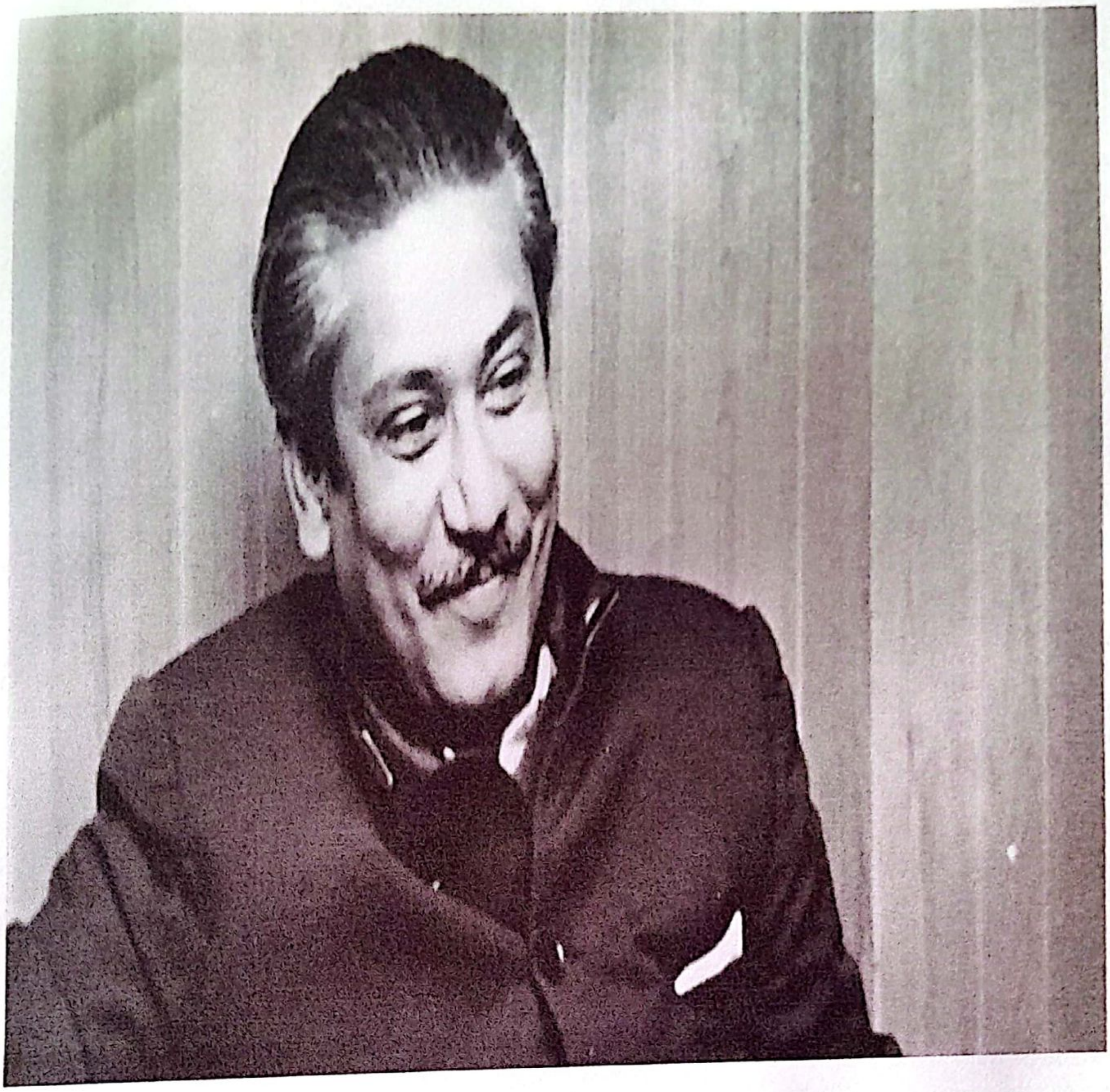

সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ,জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান